বয়স: ৩০

প্রশ্ন: আপনার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় কে ?কিসে পড়ে সে ?

উ: পড়লে ইন্টারে পড়তো ।

প্রশ্ন: তার মানে বয়স ১৮ বছরের মত হবে ?

উ: হ

প্রশ্ন: আপনার বিয়ে হইছিল কত বছর বয়সে ?

উ: আমার বিয়ে হইছিল তখন ১৩ বৎসর

প্রশ্ন: ১৩ বৎসর আচ্ছা তাইলে আপনার বয়স ৩০/৩১ বৎসর ?

উ: ছোট বয়সে বিয়ে হইছে । কম বয়সে

প্রশ্ন: আপা কি পড়ালেখা করছেন ?

উ: ক্লাশ ৫ এ বার্ষিক পরিক্ষা দিছিলাম

প্রশ্ন: তার মানে ক্লাশ ৪ এর পরে আর পরা হয়নি ?

প্রশ্ন: আচ্ছা আপনারা এক হাড়িতে কয়জন খান ?

উ: একখানে এখন ৪ জন খাই ।

প্রশ্ন: এর মধ্যে আয় রোজগার করে ভাই আর কে কে করে ?

উ: ভাই করে,কৃষিকাজ করে ।

প্রশ্ন: কৃষিকাজে তো মাসিক যে রকম বেতন পায় ওরকম না তো মাসিক গড়পড়তা কত আয় থাকে ?

উ: হিসাব করি নাইক্যা,এই যে এখন ক্ষেত বুনবার নিছি মালিকের এখন মালিক যদি চায় তাইলে বছইরা ভাত হইব আর রোজকার কাম কইরা হদাই পাতি যা কিছু খাওন হইব।

প্রশ্ন: আপনারা কি ফসলটা বিক্রি করেন নাকি ?

উ: ঐ খাইয়া বেশী হইলে বিক্রি করি যেমন সইরষা এখন বেচতাছি অহন ব্যাইচা আবার সার কিনতাছি এইরকম ।জমিন তো তেমন না অল্প,অল্পতে যা হয় তা আমাদের লাগে ।

প্রশ্ন: ক্ষেতের ধান দিয়া কি সারা বছর চলে ?

উ: সারা বছর চলে ।ধান করে পাট করে।

প্রশ্ন: তো দিনে কয় কেজি করে লাগে ?

উ: ঐ ৩ কেজি/ সাড়ে তিন কেজি লাগে এইরকম।

প্রশ্ন: আচ্ছা ৩কেজি করে ধরি আর এমনি যে অন্যান্য বাজার সদাই যে করেন ?

উ: এই ধরেন সপ্তাহে ৩/৪শ টাকা না ৬/৭শটাকা যায়গা ।

প্রশ্ন: এর বাইরে অন্যান্য খরচ কত হয় ?

উ: অন্যান্য খরচের মধ্যে এমনিতো ,ছোট পোলারে এইবার সিক্স এ দিছি ২০ টেহা কইরা প্রতিদিন দেওন লাগে ।

প্রশ্ন: তাতে আপনার খরচ যদি হিসাব করি মাসে কি হাজার দশেক টাকার মতো হয় ? ক্ষেতের চালটাও হিসাব কইরেন এ্ইটা না থাকলে তো কিনতে হইতো ?

উ: তাতে মুটামুটি হাজার দশেক হইতো না সাত/আট হাজার হইব ।

প্রশ্ন: আপা এই যে হাঁস-মুরগী,গরু-ছাগল পালতেছেন তো কতদিন হইল পালতেছেন ?

উ: অনেকদিন হয় ।

প্রশ্ন: কত বছর হয় ?

উ: মনে করেন হইল বিয়ার ২/৩ বছর পরে আমার শাশুরী আমার ছেলেরে একটা মুরগী দিল আবার একসময় যায় অসুখ হইয়া সবটি মইরা যায়গা আবার কিন্যা আইন্যা পালা শুরু করন লাগে এইভাবেই চলছে ।

প্রশ্ন: এইরকম কয়বার অসুখ হয়ে মারা গেছে ?

উ: প্রতি বৎসরেই যায় কয়বার না

প্রশ্ন: সবগুলায় যায় না একটা দুইটা ?

উ: আবার মাঝে মধ্যে দুই/একটা থাকে হেইডা থাইকা আবর বাচ্চা টা্চ্চা দেয় সেইগুলা থাইক্যা আবর শুরু হয় ।

প্রশ্ন: আচ্ছা আপনার বিয়ে হইছে ১৬/১৭ বছর তো ১৬/১৭ বছর হইল পালতেছেন ?

উ: তা তো হইবই ।

প্রশ্ন: এই মূর্হুতে আপনার কতটা হাঁস আছে আর কতটা মুরগী আছে ?

উ: হাঁস ভাই আমার একটাও নাই আর মুরগী ছোট বড় মিলাইয়া দশডা হইব ।

প্রশ্ন: এই যে মুরগীগুলার খাওয়া দাওয়া তারপর এদের খোপের মধ্যে ঢুকানো , বাইর করা অসুখ বিসুখ হইলে ইয়ে করা তো কে দেখে সাধারনতঃ ?

উ: আমিই দেখি ।

প্রশ্ন: এই যে হাঁস-মুরগী ধরেন,একটা গরু যদি আমি পালি গরুটাকে ভাল রাখার জন্য আমি বিভিন্ন জিনিস করি কেমনে ভাল থাকব কেমনে স্বাস্থ ভাল হইব দেখি তো হাঁস-মুরগী পালার জন্য যেন ভাল থাকে তারজন্য কি আলাদা ভাবে কিছু করেন ?

উ: না আলাদা ভাবে না ,এমনি ধরেন নিজেরা যে ভাত টাত থাকে দেই,তেল টেল দেই গম টম দেই এইগুলাই খাওয়াই । আমরা যা খাই তাই দেই ।

প্রশ্ন: মানে বাড়ির যে খাবার তাই ,ওই যে ভাত টাত যেগুলা বাঁচে এইগুলাই ?আর চাল,খুদ এইগুলা

উ: হ

প্রশ্ন: কি কি ধরনের খাবার দেন ?

উ: ভাত দেই,চাউল দেই, গম দেই ।

প্রশ্ন: কখনও কি বাজারের কেনা খাবার খাওয়াইছেন ?

উ: না

প্রশ্ন: এছারা ধরেন খাওয়া খাদ্যর কথা বললেন এছারা ভাল রাখার জন্য এই যেমন আমাদেও যেমন শরীর ভাল রাখার জন্য মাঝে মাঝে ভিটামিন খাই ?

উ: না না একটু ঝুমা ঝুমা ধরলে ছোট ছোট বাচ্চাওইগুলারে বিশ টাকা কইরা ড্রপ আইন্যা দেয় ওইগুলা খুদের সাথে মিশাইয়া খাওয়াই হইল যে মুখে এক ফোটা কইরা বাচ্চারে ধইরা ধইরা মুখে দিয়া দেই ।

প্রশ্ন: যদি দেখেন অসুস্থ মনে হয় বা ঝিমানো মনে হয় ?

উ: আবার একসময় আছে অসুস্থ না হইলেও খাওয়াতে হয়?

প্রশ্ন: অসুস্থ না থাকলে কেন খাওয়ান ?

উ: অসুস্থ না থাকলে খাওয়াই ধরেন সবসময় খেয়াল রাখবার পারি না,অনেকেই পালে খেয়াল রাখবার পারি না কার টা বেরাম হইল তাই আগেই খাওয়াই রাখি।

প্রশ্ন: তার মানে হচ্ছে একবাড়ীর  মুরগীর বেরাম হইলে আপনার মুরগীরও হইতে পারে?

উ: হ, হ

প্রশ্ন: আচ্ছা এইজন্য আগে আগে সাবধানতার জন্য খাওয়াই রাখেন ?

উ: হ,

প্রশ্ন: এই যে আগে আগে যে খাওয়াইতে হয় বুঝলেন কিভাবে যে আগে খাওয়ানো ভালো বা জানলেন কিভাবে ?

উ: এইটা মনের ইচ্ছা থাইক্যা

প্রশ্ন: কেউ কি বলছে বা আশেপাশের কারো কাছে শুনছেন যে তারাও খাওয়ায়?

উ: কেউ আবার আমার এক চাচতো ভাইয়ের বউ কয় কি আগেই খাওয়াইবা তাইলে জানি বেরামডা না চাপে,চাপলে তো হইয়াই গেলোগা ।

প্রশ্ন: তার মানে টিকা নেই আমরা যে রকম , আগে থেকেই টিকা নিয়া রাখি এরকম ব্যাপারটা

উ: হ, হ

প্রশ্ন: আচ্ছা,তো ড্রপটা কি জানেন যেটা খাওয়ান ?

উ: সবুজ কালার পানির মত।

প্রশ্ন: নাম জানেন না , না ?

উ: পরে নাইতো কোনসময় ।মনে নাই

প্রশ্ন: এই যে হাঁসু মুরগীগুলা কি বাজার থেকে কিনে নিয়ে পালছেন নাকি বাড়ীতে দিছিলেন ওইখান থেকে হইছে ?

উ: বাড়ীতে দিছি ওইখান থাইক্যা হইছে আবার পরে একবারে ছিলনা ওই পাশের বাড়ী থাইকা কিনে নিয়া আইছি ।

প্রশ্ন: তে এইযে খাবার গুলাযে খাওয়ান,খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে এইরকম কোন ইয়া আছে যে এই খাবারগুলা হাঁস-মুরগী খাওয়া ভাল এইগুলাই খাওয়াই নাকি যখন যা থাকে তাই খাওয়ান ?

উ: যখন যা থাকে তাই খায় ।

প্রশ্ন: আচ্ছা তো কখনও এইটা মাথায় রাখছেন যে যেমন গরু পাললে আমরা চিন্তা করি যে,একটু ভুসির সাথে এইটা সেইটা মিশাইয়া খাওয়াই যাতে গরু মোটাতাজা হয় ভাল হয় ?

উ: এতো তো খাওয়াই বার পারি না ভাই,খাওয়াইলে তো ভাল হয় ভুসি মনে করেন গরুয়ে খায় মুরগীরে দিলেও খায় । ভাত দিয়া দিলেও খায়,খালি মিশাইয়া পানি দিয়া দিলেও খায় দেইনা মনে করেন কইলাম না হেইপাই (সচ্ছল) সংসারে থাকলে সবকিছু করা যায় ।

প্রশ্ন: এখন হচ্ছে আপনার যা থাকে তাই খাওয়ান আলাদা ভাবে কোন কিছু না

উ: না

প্রশ্ন: এই যে ভাই যে ঔষধগুলা নিয়া আসে কোথা থেকে কিনে এইগুলো ?

উ: সোহাগ পুর বাজারে

প্রশ্ন: ভাই জানলো কিভাবে যে,কোন সময় কোন ঔষধটা দিতে হয় ?

উ: ডা: দের কাছে গেলে বললে ওই ডা: রাই দেয়।

প্রশ্ন: ওইটা কি ফার্মেসীর ডাক্তাদের বললেই দেয় ?

উ: ফার্মেসী আছে, পশু হাসপাতাল আছে ওই যে গোড়ায় ওইনে গেলেও দেয় ।

প্রশ্ন: হাঁস মুরগী জন্য কি আপনি পশু হাসপাতালে যান নাকি ?

উ: ওইন থোন আনি ফার্মেসীর ঔষধ আছে না,হের কাছে বললেই দেয় যে মুরগী আমার অসুখ আবার কত কত মানুষ দেখি ফার্মেও আবার নিয়া যায় । মুরগী নিয়া যায় টিকা দিতে।

প্রশ্ন: তো ভাই হচ্ছে ঔষধের দোকানে গিয়া বলে মুরগী ঝিমাচ্ছে বা কি কি কারনে একটা হলো ঝিমানো আর কি কি কারনে?

উ: একটা হইল চুনার মত হাগে (পায়খানা) অসুখ হইলে বুকে গড় গড় শব্দ হয়।

প্রশ্ন: মানুষের যেমন ঠান্ডা লাগে ওইরকম ?

উ: হ হ,মুরগীর ভিতরে না তার তার হইয়া যায়গা কেমন আঠা আঠা হইলেই বুঝা যায় যে এই মুরগীর অসুখ হইছে ।

প্রশ্ন: তারপর হইছে ভাই গিয়া দোকানে জিজ্ঞাসা করে ওরা যেইটা দেয় সেইটাই নিয়া আসে ,আমরা ওইটা দেখবনে কি কি ঔষধ গুলা ,তাহলে এই যে আপনি বললেন যে আগে থেকে কিছু ইয়া রাখেন যে যদি অসুখ বিসুখ যাতে না হয় আগে থেকেই খাওয়াওয়ে রাখেন ?

উ: আম্মার মুরগীর অসুখ হইছে আমি আবার আনাইয়া রাখছি ,অসুখ হইয়া গেলে আর ভাল হয়না । চুনার লাহন হাগে গুয়ার (পায়খানার রাস্তা) মধ্যে বাইজ্যা থাকে তখনই বুঝা যায় যে অসুখ হইছে ।তখনই আরম্ভ কইরা দেই ।

প্রশ্ন: এই যে ধরেন,আপনার দশটা মুরগী আছে এরমধ্যে দুইটা অসুস্থ হইল তখন কি করেন ?

উ: তহন সবটিরে খাওয়ান লাগে যেইডা অসুস্থ বেশী হইল ওইডারে আলাদা খাঁচা টাচা দিয়া আলাদা বন্দি কইরা রাখন লাগে ।না হইলে ওইডির সাথে মিশলে বাকি যেইডি আছে ওইগুলাও অসুখ হয়।

প্রশ্ন: ওইগুলারেও খেয়াল রাখতে হয় ?

উ: হ

প্রশ্ন: আপা যেইটা বলতেছিলেন অসুস্থ মুরগী দুইটারে আলাদা রাখেন আর বাকিগুলারে বলতেছিলেন আলাদা রাখেন ?

উ: বাকিগুলারে ছাইরা দেই আর ওইগুলরে আলাদা রাখি কিছুক্ষন পরে আবার খেয়াল রাখি আদার খাইল কি খাইলনা ।

প্রশ্ন: আদার মানে ওই যে ঔষধ মিশাইয়া দিছেন যে ?

উ: হ,খেয়াল রাখন লাগে যে অসুখ হইলে মানুষের কতকিছু হয় না ওইডারে পানি দেই ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া একটু পানি টানি খায় খেয়াল রাখি ।

প্রশ্ন: ঔষধটা মিশান কিসের মধ্যে ওই যে খাবারের মধ্যে নাকি পানিতে ?

উ: গরম ভাতের সাথে মিশাইয়া দেই ।

প্রশ্ন: এমনি কি ঔষধ আলাদা ভাবে মুরগীর মুখে খাওয়াইয়া দেন ?

উ: হ যদি হইল দেখলাম একটারে খাইবার পারেনা মানে ওইডার অসুখটা বেশী হইছেগা তাইলে ওইডাওে ট্যাবলেট ভাংইগা তারপরে ধোরের (গলা ) মধ্যে ধইরা মুখের মধ্যে একটু কইরা পানি দেই ভিতরে যায়গা ।

প্রশ্ন: কিসের মধ্যে দিয়া ?ও আচ্ছা মুখের মধ্যে দিয়া

উ: হ ,কতখন পরে দেহি ঠিক হইয়া গেছেগা ।

প্রশ্ন: ঠিক হয়,কাজ হয় ?

উ: হ

প্রশ্ন: এইযে আরেকটা বলতেছিলেন অনেক সময় ভাল মুরগী যেগুলি আছে সেইগুলারেও ঔষধ খাওয়াই দেন ?

উ: ওইগুলাওে না খাওয়ালে ওইগুলারও হয় না হয় পরদিন সকালে দেখমু কি ওইগুলারেও

প্রশ্ন: তারমানে যখন একটা দুইটার হয় তখন বাকিগুলারেও অসুখ হয় ?

উ: হ হ

প্রশ্ন: যখন একটা দুইটার হয় তখন ওইদুইটারে আলাদা করে রাখেন আর বাকি সবগুলারে খাওয়ান?

উ: হ

প্রশ্ন: তো গত ছয়মাসের মধ্যে এইরকম হইছে ?

উ: হ কিছুদিন আগে হইছে ।

প্রশ্ন: কি হইছিল ?ঝিমাচ্ছিল ?

উ: হ চুনা হাগা (সাদা পায়খানা ) আর ঝিমাচ্ছিল চুপ চুপ বইস্যা থাকে নাড়াচড়া করেনা ।বয় না..ঝিম পারে ।

প্রশ্ন: তখন বুঝেন যে এইটার কিছু একটা হইছে ?কিছু দিন পর পর নতুন নতুন রোগ বাইর হইছে ,মানুষেরও রোগ বাইর হয় পশু পাখিরেও রোগ হয় তো মাঝে মাঝে এইরকম হয়না যে, যে শত শত মুরগী ফার্মে মইরা যাইতেছে শুনছেন না এইগুলা এই ধরনের অসুখ যখন হয় আশেপাশের প্রচুর বাড়িতে এইগুলা হয় যে মুরগী মারা যাইতেছে সমানে ?

উ: হ শুনি তো,

প্রশ্ন: কোন সিজনটায় হয় এইটা ?

উ: ওই যে একবার হয় ঠান্ডার মধ্যে আরেকবার গরমে। মুরগীর অসুখ না ঠান্ডার মধ্যে বেশী হয় আমাগো দেশী মুরগীর ।

প্রশ্ন: যখন আশেপাশের বাড়িতে দেখেন মুরগীগুলার এরকম হচ্ছে তখন আপনার মুরগীগুলা কি করেন ?

উ: কত কত গুলাওে আটকাইয়া থুই কত কতগুলা বেইছ্যা ফালায় কত কতগুলারে খালি ঔষধ খাওয়ায় ।

প্রশ্ন: আগে থেকেই ঔষধ খাওয়ান ?

উ: ওই বাড়ি দেখলেই না আমরা এই বাড়ি খাওয়াই।

প্রশ্ন: ভাই কি বলতেছিলেন ?

উ: না  ওইতো ওভাবেই খাওয়ান লাগে অসুখ দেহা দিলেই ,এইযে আমি আইনা রাখছি ওইযে ওইদিন কা মুরগীর ব্যরাম হইছিল,হাটে থাইক্যা নিয়া আইছি সমস্যা দেখা দিলেই খালি খাওয়ানো শুরু কইরা দিমু ।

প্রশ্ন: এই যে,যেভাবে খাওয়াচ্ছেন মানে যেভাবে ঔষধ খাওয়াচ্ছেন এইটা গরম কালেও যেরকম শীত কালেও কি একিরকম নাকি পার্থক্য আছে কোন ?

উ: ঔষধের পার্থক্য নাই কিন্ত হইলগা অসুখটা না শীতকালে বেশী হয় গরমকালে কম হইব ,গরমকালেও হয় একবার এইযে পাকিস্থানী মুরগী হর্টি স্ট্রোক করল ।

প্রশ্ন: হর্টি স্ট্রোক করল বুঝলেন কিভাবে ?

উ: বুঝলাম কেমনে না..এইযে ডিম পারব তো কোন জায়গায় বসে না ,বসেনা দেইখ্যা এর ভিতরে খোয়ারের ভিতরে দিয়া পরে ঝাপ আটকাইয়া থুইছি অন্য মুরগী যে ঠুকরাঠুকরী করে হেরা না একবারে ইস্ট্রোক কইরা এক্কেবারে গরম লাগছিল জৈষ্ট মাস ছিল তো ।

প্রশ্ন: ওই সময় মইরা গেছে ?

উ: মরব না মইরা যাবগা খালি আইনা জবাই করছি ।

প্রশ্ন: জবাই করে ফেলছেন ?

উ: হ

প্রশ্ন: এ্ই যে বললেন শীতকালে ইয়ে বেশী থাকে তো ঔষধ খাওয়ানো ক্ষেত্রেও কি শীতকালে বেশী খাওয়াইতে হয় ?

উ: হ

প্রশ্ন: আচ্ছা গরমকালে কি অসুখ বিসুখ একটু কম দেখেন নাকি?

উ: মুরগীর অসুখ কম হয় গরমকালে ।

প্রশ্ন: আচ্ছা বর্ষাকালে ধরেন ভিজা থাকে উঠান শীতকালে শুকনা থাকে তো এই দুইসময়ে

উ: বর্ষা কালে একটু ভিজা থাকলে না গায়ে একটু একটু  না একটা ইন্দুইরা পোকা আছে লাল লাল ওইডা হয় তাও মারা যায় না ।

প্রশ্ন: শীতকালে

উ: গরমকালে ,ভিজেনা বৃষ্টিকালে তো লাল লাল পোকা হয় ।

প্রশ্ন: তো পোকার জন্য কি কিছু করতে হয় ?

উ: কেরোসিন মাখতে হয়।

প্রশ্ন: মুরগীর গায়ে কেরোসিন মাখতে হয় ,পুরা গায়ে ?

উ: পুরা গায়ে না যেইখানে একটু ঘাঁ হয় ওইডার মধ্যে একটু আংগুল দিয়া ভরাইয়া দেওন লাগে ।

প্রশ্ন: আর পোকার জন্য ?

উ: পোকার জন্যই ।

প্রশ্ন: আর খাওয়ানো ক্ষেত্রে কি কোন পার্থক্য আছে নাকি শীতকাল বা বর্ষাকালে এইরকম নাকি একিরকম ভাবে ?

উ: একি রকম ভাবে । শীতকালে আবার মুরগী না ভাত টাত কম খায় । চাল টাল গম আবি জাবি খায় ।

প্রশ্ন: চালের খুদ টুদ খায় ?

উ: ঠান্ডা দেইখা মুরগী ভাত টাত কম খায় ।

প্রশ্ন: এই যে বাজারে এখন অনেক প্লোট্রির খাবার বাইর হইছে ?

উ: কইলাম না আয় বুইঝা ব্যয় মনে করেন

প্রশ্ন: কখনও ভাই কি একটু চেষ্টা কইরা দেখছে যে একটু নিয়া আসি মাইনসে খাওয়াচ্ছে ?

উ: না না

প্রশ্ন: আনে নাই না ?

উ: না

প্রশ্ন: এইযে হাঁস-মুরগী পাললে ধরেন আমরা যেমন বাড়ীতে কাজ কর্ম করতেছি এইযে পেয়াজ রসুন ছিল্লাছেন এইগুলা থেকে ময়লা বেরুচ্ছে তারপর এইযে পাতাকপি ইয়ে করতেছে ফালায় দিবেন কিছু ,এইরকম হাঁস-মুরগী পালতে গেলে হাঁস-মুরগীর খোয়ারের মধ্যে বা হাঁস মুরগীর জন্য কি কি ময়লা হয় ?

উ: কতদিন পর পর না পরিস্কার করি কেউ ছাই টাই দেয় কেউ যাবা টাবা দেয় আমি কিছু দেই না খালি পরিস্কার করি ।

প্রশ্ন: পরিস্কার করেন কি বের করে ধুইতে হয় নাকি?

উ: ধুই না ঝারু আছে না ,ঝারু দিয়া খুচাইয়া খুচাইয়া তুলি

প্রশ্ন: খোপের ভিতরে ঝারু দিয়া খুচাইয়া খুচাইয়া তুলেন ?

উ: খুচাইয়া খুচাইয়া আগল (ঝুরি) দিয়া বাইর কইরা ফালাইয়া দেই একজায়গা ঝারুর আগা দিয়া

প্রশ্ন: ওইটা খুচাইয়া খুচাইয়া বাইর কইরা নিয়া আসেন দরজা দিয়া ?

উ: হ

প্রশ্ন: দরজা দিয়া তোলেন কিভাবে এইটা ?

উ: ওইটা মনে করেন যে আগল দিয়া হলা ( কাঠি) দিয়া হইল ঝাড়ু দিয়া তুইল্লা মনে করেন ফালাই দেই

প্রশ্ন: একটা বেলচার মতো কিছু তুইল্লা তারপর ফালায় দেন ?

উ: হ

প্রশ্ন: কোথায় ফেলেন ওগুলো ?

উ: ওই যে খালের মধ্যে ।

প্রশ্ন: ওই যে ডোবাটা ?বাথরুমের পানি টানি যেখানে আসে ওই ডোবাটা ওইখানে ?

উ: হ হ

প্রশ্ন: তো ডোবার পানি গুলা কই যাচ্ছে ?

উ: ডোবার পানি ওইনেই থাকে ।দেখেন না কিরকম মশা

প্রশ্ন: আচ্ছা সামনে যে একটা ডোবার মত আছে নালার মতো অবার নালায় যায় নাকি?

উ: ডোবর পানি ওইনেই থাকে ।আমরা ব্যবহার করিনা

প্রশ্ন: এইযে ধরেন ,মুরগী জবাই দিলে রক্ত চামড়া তারপর ফইরাগুলা থাকে ওইগুলা কি করেন?

উ: ফইরা গুলা না ওইযে খাল না নাল দেখলেন না নালে ভাসাইয়া দেই আর মনে করেন টিউবয়েলের পারে ধুই না রক্ত মক্ত নিচে ডোবা না ডোবায় যায়গা ।

প্রশ্ন: ডোবায় চলে যায়,আচ্ছা কলিজা গিলা সবইতো খান না ?

উ: হ

প্রশ্ন: এইযে অনেকেই দেখি মুরগীর পায়খানাটা মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহার করে বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করে ?

উ: পোল্ট্রির গুলা করে ।

প্রশ্ন: আপনারা করেন না ?

উ: না

প্রশ্ন: এইগুলা ফালাইয়া দিতে হয় সব ?

উ: ময়লা তো ময়লাই হেইগুলা ।

প্রশ্ন: আচ্ছা ভাবী বললেন যে ঝাড়ু দিয়া দিয়া সব ,ঝাড়ু দিয়া পরিস্কার করা কি কষ্ট নাকি ?

উ: কস্ট কি একটা জিনিস করলে মনে করেন কষ্ট তো

প্রশ্ন: পরিস্কার করা যায় ভিতরে ?

উ: মনে করেন পায়খানা না ওইগুলা লাগইয়া লাগইয়া থাকে ।

প্রশ্ন: শক্ত হয়ে যায় ?

উ: হ, আমাগো সাবল আছে ওই সাবল দিয়া না চাপ দিলেনা চাপড়া ধইরা ধইরা উইঠা আহে ।

প্রশ্ন: কতদিন পর পর সাধারনত: করেন ?

উ: মুরগীর উপর বেশী থাকলে একমাস দুইমাস পর পর পরিস্কার করন লাগে একসময় মুরগী কমইয়া যায়গা তখন আবার বেশীদিন যায়গা ।দুই তিন মাস যায়গা

প্রশ্ন: দুই তিন মাস পরে করলেও হয় ?

উ: হ

প্রশ্ন: এই কাজগুলো কি বেশীরভাগ আপনিই করেন ?

উ: আমিই তো করি এইগুলি কি পুরুষ মাইনসে করে।

প্রশ্ন: পুরুষ মানুষ করেনা ?

উ: না করেনা আমারেই করন লাগে ।

প্রশ্ন: এইযে বাড়ীর আশেপাশে ফেলতেছেন এতে কি মনে হয় কোন ভাবে আপনার জন্য খারাপ হবে বা এইটা থেকে কোন সমস্যা হইতে পারে?

উ: আমিতো ভাই সমস্যা দেহি না বা অনুভব করি না বুঝি না ।একবারে শুকনা জায়গায় ফালাইলে শুখাইয়া যায়গা এমনি মনে করেন পচা পানি এরমধ্যে পচা জিনিস ফালাইয়া দেই ।মনে করেন যে মশা হয় ।

প্রশ্ন: এইযে ধরেন মুরগীর পায়খানাগুলা ফেলতেছেন এইখানে এইখান থেকে অন্য কোন মুরগী অথবা গরু ছাগল কোন কিছু ইয়াতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে,মনে করেন ময়লাটা যে ফেলতেছেন এইটা থেকে অন্য কোন হাস-মুরগীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

উ: ওইগুলা থাইক্যা আক্রান্ত হয় না ওইযে মুরগীর অসুখ হইছে ওই মুরগীডা জবাই কারলাম ওইগুলা ধোয়া ফাকলি নালা যে পানি আছে ওইখনে ফালায় দেওন লাগব নাইলে যে অন্য মুরগী খাইলে হইব ।

প্রশ্ন: তাইলে অসুখ মুরগীর জিনিসপত্রগুলা খালের মধ্যে ফালাইয়া দেন একটু দুরে ফেলেন উ: হ যাতে না পায় ।

প্রশ্ন: এইযে শীতকাল বর্ষাকাল সবসময় কি একিভাবে ময়লা ফেলেন নাকি পার্থক্য আছে ?

উ: শীত..তখনখা হইল বর্ষাকালে তখন ওই নদীতে দেই যায়গা তখন তো মনে করেন এইনে হেইনে কনে ফালামু অন্য কারো জায়গায় তো কারো জিনিস ফালানো যায় না ।

প্রশ্ন: আচ্ছা বর্ষাকালে খালটায় পানি বারে

উ: হ ওইডা তো ডুবইয়া যায়গা ভইরা যায়গা ।

প্রশ্ন: তখন এইখান থেকেই ঢিল দিয়া ফালাইয়া দেয়া যায় না ?

উ: হ

প্রশ্ন: তো যেমন বললেন যে,মুরগীর রক্ত টক্ত থেকে অন্য মুরগী সুস্থ মুরগী অসুস্থ হইতে পারে তো এইটা থেকে কি মানুষের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কোন ?

উ: মুরগীর অসুখ থাইক্যা মানুষের অসুখ হয়না ?

প্রশ্ন: এইযে হাঁস-মুরগী যখন পালেন ধরেন বা ওর খোয়ারটা পরিস্কার করেন তো কখনও কি নিজের নিরাপত্তার জন্য বা নিজে ভাল থাকার জন্য কোন ধরনের কোন কিছু ব্যবহার করেন ?

উ: না না

প্রশ্ন: যেভাবে আছেন সেভাবেই করেন না ?

উ: হ

প্রশ্ন: সাধারনত: পরিস্কার করার জন্য একজনের( ২০.৪৩ বুঝতে পারিনাই) ঝাড়ুও ব্যবহার করেন আর কিছু ব্যবহার করেন  এইযে এইটা কি বলে পাচন নাকি কি বলে ?

উ: ওডা দেও করি আমরা আবার মনে করেন পাচন দিয়া নাগাল পাওয়া যায়না শাবল দিয়া অনেক দুর থাইকা নাগল পাওয়া যায়

প্রশ্ন: এইযে উঠানে মধ্যে যখন পায়খানা করে এইটা কি দিয়া তুলেন ?

উ: পাচন দিয়া তুলি।

প্রশ্ন: সারাদিন উঠানে যেগুলা করে সেইগুলা পাচন দিয়া তুইলা ফালাইয়া দেন ?

উ: সামনে ডোবাতে ফেলি ।

প্রশ্ন: ওইযে ইয়াটা যখন পরিস্কার করেন তখন নাকে কাপড় টাপড় বাইন্দা নেন নাকি এমনি ?

উ: এমনিই লই্ ।

প্রশ্ন: আর জবাই টবাই করার সময় সবাইকি নরমালি নাকি কোন কিছু ব্যবহার করে নাকি এমনি জবাই করে ?

উ: এমনিই করে ।

প্রশ্ন: এইযে সাধারনত: ধরেন আমরা তো সারাদিন অনেক কাজে হাত ধুই তাইনা তো হাঁস-মুরগী পালার ক্ষেত্রে হাঁস-মুরগী ধরার ক্ষেত্রে কোন কোন সময় আমরা হাত ধুই ?

উ: ওষুদ টষুদ খাওয়াই আবার একটা মুরগী কোনসময় বের করলাম তাইলে একটু হাত ধুইলাম অনেক সময় পায়খানা টায়খানা ভরতে পারে ।

প্রশ্ন: পায়খানা টায়খানা ভরলে বেশীর ভাগ সময় হাত ধুয়া পরে ?

উ: হ ওষুদ পানি খাওয়াইলে হেই সময় আর মনে করেন তালা দিয়া থুই চাবিডা তালা খুললেই

প্রশ্ন: তখন হাত দিয়ে ধরার দরকার পরে না আর ধোয়ারও দরকার পরেনা ?

উ: না না

প্রশ্ন: তাহলে যে যখন ধরেন হাঁস-মুরগী ঔষধ টৌসধ খাওয়ান তখন কি সাবান দিয়া হাত ধোয়া হয় ?

উ: সাবান দিয়া ধুইতে হয় ।

প্রশ্ন: ধরেন তারপরে যখন রান্নাবান্নার কাজ করেন বা উঠান ঝাড়ু দিলেন তখন কি সাবান দিয়া হাত ধোয়া হয় ?

উ: না , ওই গরু যখন ধরি তখন ।

প্রশ্ন: মানে গরু কি করলে ?

উ: মানে গরুর ইয়া করলে ঝাড়ু দেই গোবর টোবর ধরলে তখন আবার সাবান ব্যবহার করি।

প্রশ্ন: খোয়ার পরিস্কার করার পর কি করেন ?

উ: হেই সময় তো খোয়ার পরিস্কার করার পর সাবান দিয়া গোসল টোসল কইরা আই ।

প্রশ্ন: এইযে কখনও এইরকম হয় যে হাঁস-মুরগী ধরছেন কিন্ত সাবান দিয়া হাত ধোয়ার কথা মনে নাই বা ভুলে গেছেন এইরকম হয় বা কখনও বাধা আছে কোন হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে ?

উ: না মনে না থাকলে হেইডা তো মনে নাই নাইই..

প্রশ্ন: মনে থাকলেও কখনও হাত ধোয়া হয় না এইরকম হইছে ?

উ: না মনে থাকলে আমি ধুইয়াই নেই এইডা আগের কাজ আগে সাইরা নেই ।যদি দেখলাম মুরগী ধরলাম আছে না বাচ্চারা ভাত চায় এইডা চায় কই বলের মধ্যে আছে নিয়া খাও তহন আর যাই না ।হাত টাত ধুইয়া পরে যাইয়া

প্রশ্ন: আচ্ছা ধরেন বাচ্চা চাইতেছে তখন ,বাচ্চা নিতে পারতেছে না তখন কি হাত দিয়া দেন না?

উ: একটুক কান্দুক তাইলেও হাত ধুইয়া আসি ।

প্রশ্ন: এইযে হাত টাত ধুইতে হবে এইগুলা জানলেন কিভাবে ?

উ: যার যার একটা পয়-পরিস্কার আছে না ,নিজের একটা পরিস্কার আছে না ,নিজের মনে থাইকা ।

প্রশ্ন: তো কোন সময়ে সাবান দিয়া হাত ধুইতে হয় ,কোন সময় ধুইতে হয়না এইগুলি জানেন আপনি মুটামুটি ?

উ: ওইরকম আমাদের মনের ইচ্ছা থাইকা ।

প্রশ্ন: এইখানে অনেক পশু-পাখি আছে আমরা হাত দিয়ে মুরগী টুরগী তুললাম তারপরে আর হাত সাবান দিয়া ধুইনা খালি পানি দিয়া ধুইলেন এইরকম হয় না ?

উ: এইরম আমার ছেলে হইলগা ছোড ছেলে সিক্সে পড়ে গাই বানবার গেছি বাছুরের দড়ি ধরছে কয় কি একটু দেরী করি একটু সাবান দিয়া হাত ধুইয়া আহি দড়ি ধরছে তাই কয় চনার গন্ধ ।

প্রশ্ন: ও বলে

উ: পেশাব করছে তাই

প্রশ্ন; ও আরো আপনাদের চেয়ে বেশী সাবধান ?

উ: হ

প্রশ্ন: তারমানে এখন যারা নতুন যারা আসতেছে তারা লেখাপড়া শিখতেছে স্কুলে যাচ্ছে ওরা কি আমাদের চাইতে আরএকটু বেশী পরিস্কার ?

উ: হ পরিস্কার থাকে ।বইপত্র তে লেখা আছে না কিভাবে কি করন লাগবো

প্রশ্ন: এইযে খোয়ারের ভিতরে যে পরিস্কার করেন এটা কি সাবান টাবান কিছু ব্যবহার করেন নাকি জাস্ট এমনি সাবল দিয়ে তুলে ঝাড়ু দিয়ে এমনি ফালায়ে দেন ভিতলে মনে হয় সাবান টাবান দেওয়া হয় না ?

উ: না না এমনে কোন কিছু দেওয়া হয়না ।

প্রশ্ন: ভাই ঔষধগুলা একটু দেন দেখব ড্রপটা ও দেন

উ: ড্রপটা নাইগা আনি না ম্যালা দিন ধইরা

প্রশ্ন; খালিটা আছে ?

উ: শেষ হইলে আর ঘরে নেইনা ।

প্রশ্ন: ঔষধের দাম কত করে ?

উ: ট্যাবলেট হইল এক একটা পাঁচ টাকা কইরা আর ড্রপ হইল বিশ টাকা কইরা । আমার শাশুড়ী না অসুখ হইছিল দশ বারো বছর আগে শাশুড়ী না ছাগল পালছিল তখন না পেটের মধ্যে কি হইছিল দলার মতো আমার মা হাসপাতালে ছিল দশ বারোদিন না ভর্তি ছিল তখন না পরে আমার মা সাথে না এক ডা: কইছিল আপনি কি কখনও ছাগল টাগল পালছেন মানে ছাগলের কোন কিছু করছেন আমার মনে হয় কি আমার শাশুড়ী যে অসুখ হইছিল আমার মনে হয় কি ছাগল পালছিল না ওটার কোন বিষয় থাইকা ।বার বার এই কথা জিজ্ঞাসা করল

প্রশ্ন: কে ডাক্তাররা

উ: হ পড়ে পেটে জানি কি হইছিল চাকার মতো তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিন মাস দুই মাস ভর্তি আছিল অপারেশন করছিল এখন আমার মনে হইল ছাগলের কোন বিষয় আছিল ।

প্রশ্ন: তো এইযে পরিস্কার পরিচ্ছন্নর ব্যাপারে কথা হচ্ছিল সাবান দিয়া হাত ধোয়া বা একটু পরিস্কার থাকা তো কোন কোন বিষয়ে আপনার এইযে  একটা তাগিদ কাজ করেনা উৎসাহটা পান কোথা থেকে ?এই পরিস্কার থাকতে হবে ,সাবান দিয়া হাত ধুইতে হবে ?

উ: এইডা মনের থাইক্কা, আমার মনে থাইকা ।

প্রশ্ন: এইটা শিখছেন কার কাছ থেকে বা জানছেন কোথা থেকে যেমন আপনার ছেলে পড়ালেখা করে ও একটু বেশী এ বিষয়গুলাতে সাবধান আপনার এই ক্ষেত্রে কোন উৎসাহ কাজ করছে কিনা  ?

উ: মনে করেন টিভি টুভি দেহেনা ভাল মন্দ বোঝেনা টিভি দেহে ঘরে ঘরে টিভি আছে দেহে শিখে আর আমরা তো মনে করেন সবসময় করি করতে করতে শিখি নিজের মন থেকে বুঝি এইডা পরিস্কার ওইডা অপরিস্কার অনুভর করন যায় না । একটা কাপড় ময়লা যদি না ধুই তো মাইনষের সামনে গেলে নোংরা কইব না তো নিজের অনুভর আছেনা ।নিজের মন থাইকা ।

প্রশ্ন: এইযে হাঁস-মুরগীর ঔষধ টৌষধ এইগুলি সব লোকাল বাজারে গিয়ে এইগুলি মানুষের ঔষধের দোকান নাকি হাঁস-মুরগীর ?

উ: হ মাইনরষের ওষুদ আছে আবার মুরগীর ওষুদও আছে ।

প্রশ্ন; ওইখানে গিয়া বলতে হয় কি বলেন সাধারনত: ?

উ: ওই যে মুরগীর অসুখ হইছে ।

প্রশ্ন: জিজ্ঞেস করে মুরগীর কি হইছে ?

উ: না এতো কিছু জিজ্ঞাস করেনা ,খালি কয় হাগা কেমুন কই চনোর লাহান হাগে

প্রশ্ন: ঝিমায় কিনা জিজ্ঞাস করেনা ? তো ঔষধ কি সবসময় একি রকম দেয় নাকি একেক সময় একেকটা দেয় ?

উ: একেই ওষুদ । ওই দুইডা ওষুদেই দেয় ।

প্রশ্ন: এইযে আমার হাতে যেটা আছে সেইটা এটাতো বোতল ,ড্রপ এইটা কি হলুদ রংয়ের প্যাকেট কি ?

উ: না না, প্যাকেটের গায়ে হলুদেই কালো কালো লেখা

প্রশ্ন: সবুজ রংয়ের নাম কি কেমফার ?

উ: ওইডা পইরা দেহি নাইগা ইকোনা না কি জানি একটা শব্দ কবুতরেরও হয় মুরগীও হয় আমরার আগে কবুতর পালছে ।

প্রশ্ন: হাস-মুরগী কবুতরের জন্য একি ঔষধ ?

উ: হ একি ঔষুধ

প্রশ্ন: এই যে কোন ভ্যাকসিন টা খাওয়াবেন কোন ঔষধটা খাওয়াবেন বা কোন খাবার খাওয়াবেন এইটা মূলত যখন আপনি র্নিবাচন করেন বা কিনেন তখন কোন জিনিসটা মাথায় রেখে কিনেন ?ধরেন আমি যদি একটা জিনিস কিনি আমার তো একটা মাথায় রাইখা কিনি এইটা এই কারনে এইটা আমি কিনব তো হাঁস-মুরগীর ঔষধ বা খাবার কিনার ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা মাথায় রেখে ?

উ: কোন জিনিস খাওয়াইলে তাড়াতাড়ি বড় হইব ভাল হইব খাওয়ালে ভাল থাকবো হেই জিনিস দেইখাই কিনন লাগব নাইলে ওষুধ না খাওয়াইলে মুরগী তো মারা যাবেই দশ টেকা বিশ টেকার ওষদেও লাগইয়া তো আর একটা মুরগী আছে তিনশ টেকা যায় সাড়ে তিনশ টেকা যায় বিশ পঞ্চাশ টেকার লাগইয়া তো এতোডি মুরগী মাইরা ফালান যাইব না মাথায় রাখি

প্রশ্ন: মাথায় খেলে যে যাতে অসুখ টসুখ না হয় ?

উ: পঞ্চাশ টেকার লাইগা তো পাচঁশ টেকার ক্ষতি করন যাইব না এইটুকু মাথায় চিন্তা ভাবনা কইরা

প্রশ্ন: এই যে হাঁস-মুরগীগুলো কি সবসময় খাওয়া হয় নাকি বিক্রি করেন বেশীর ভাগ সময় ?

উ: বিক্রিও করি আবার খাইও ।

প্রশ্ন: এই যে কখনও চিন্তা হইছে যে একটু ভাল মতো পাললে বিক্রি টিক্রি করলে কিছু আর্থিকভাবে আমি লাভবান হব এই জিনিসটা কখনও মাথায় কাজ করছে ?

উ: করেই তো ।

প্রশ্ন: বা কখনও এইরকম হইছে যে হঠাৎ করে টাকার প্রয়োজন বিক্রি

উ: হয় অনেকসম

প্রশ্ন: হইছে

উ: তে হয়েই তো কতসম টাকাপয়সার দরকার আছেনা মনে করেন কালকে টাকার দরকার আজকে হাটে নিয়া বিক্রি কইরা হোক তাইলে ওইডা পূরন হইবনি

প্রশ্ন: পরে আবার কি একটা কিনে রেখে দেন ?

উ: কিন্না রাখমু কেরে আছেই তো আমার ।

প্রশ্ন: আর এই যে ছাও তোলেন কতদিন পর পর ?

উ: ছাও তুলি বিশ দিন পর

প্রশ্ন: এইযে এন্টিবায়টিক এই শব্দটা কখনও শুনছেন ?এই যে আমাদের অসুখ বিসুখ হইলে ডাক্তারের কাছে গেলে বলে এন্টিবায়টিক ঔষধ দিছি ? ভাবি শুনছেন কখনও ?

উ: নাম শুনছি,তা কি কাজ করে তা আমি জানিনা

প্রশ্ন: তার মানে শুনছেন ?হাঁস-মুরগী পালার ক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক ব্যবহার হয় কিনা জানেন ?

উ: পোলাপানে কি কৃষিশিক্ষা বই পড়েনা ওইযে ছেলে পড়েনা প্রায় সময় ওইডার নাম শুনছি।

প্রশ্ন ও যখন পড়ে তখন শুনছেন, তো আপনার ফ্যামিলির কারো অসুখ বিসুখ হইলে জ্বর জারি হইলে বা কোন সমস্যা হইলে এন্টিবায়টিক ঔষধ খাওয়াইছেন কখনও ?

উ: না ,খাওয়াইছি যেমন প্যারাসিটামল নাপা

প্রশ্ন: যে কোন অসুখে কখনও এন্টিবায়টিক খাওয়াইছেন

উ: না না খাওয়াইনা

প্রশ্ন: যে কোন অসুখে কোন ডাক্তার দিছে বা জানেন ডা; এন্টিবায়টিক দিছে ? অনেক সময় ডা: কিন্ত এন্টিবায়টিক ঔষুধ দেয় ?

উ: পইরা খেয়াল করি নাই আইনা দেয়

প্রশ্ন; যে ঔষধ দেয় সেইটাই খাওয়ান ?

উ: হ, দেয় যে দুই চামচ খাওয়াইও মানে ওইডা পইরা দেখিনাই ।

প্রশ্ন: কখনও কি বলছে এই ঔষধটার ফুল কোর্স খাওয়াইতে হবে অর্ধেক খাওয়াইলে কাজ হবে না এইরকম বলছে ?

উ: না

প্রশ তো  এইযে এন্টিবায়টিক ঔষধ এইটা সর্ম্পকে যতটুকু যা জানেন তাতে কি মনে হয় এন্টিবায়টিকের ভাল দিক আছে বা খারাপ দিক আছে ?

উ: আমি এইডা ব্যবহারেই করি নাই

প্রশ্ন: আপনি জানেন না আসলে আচ্ছা হাঁস-মুরগী পালার ক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক ব্যবহার হয় কিনা এইটা জানেন কখনও শুনছিলেন ?

উ: না

প্রশ্ন: কখনও শুনেন নাই ? এইযে আপনার শাশুড়ীর একটা কথা বললেন যে ছাগল পালার থেকে ওরকম অসুখ ওইরকম ব্যাপার হইতে পারে আপনি যে এতদিন

উ: ডাক্তার বার বার কইছে কষ্ট পাইল না তে আমার মা আমারে বলছিল তোর শাশুড়ীর তো ওইডা থাইকা পেটে চাপ দিছিল মা পরে আমার কাছে বইলা দিছিল তাই বুঝলাম ছাগলের থাইকা হইতে পারে ।

প্রশ্ন: আপনি যে হাঁস-মুরগী পালেন এইখান থেকে কখনও এইরকম হইছে কোন একটা অসুখ বিসুখ হইছে আপনার  মনে হচ্ছে যে এইটা হাঁস-মুরগী থেকে অনেক সময় আছে আমাদের অনেকের এলার্জি থাকে পাখি টাখি ধরলে ওইখান থেকে হাচিঁ কাশি শুরু হয়

উ: আমার বাবুর হইছিল

প্রশ্ন: তো কখনও এইরকম মনে হইছে অসুখটা এই কারনে হইছিল ?

উ: না না আমাগো হয় নাই ,মুরগী থাইকা হয় না ।

আপাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

উ: হ

প্রশ্ন: তাইলে